পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা

(সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বুলেটিন ● বিশেষ সংখ্যা ২০২৪)

এ সংখ্যায় যা আছে

- *আমাদের কথা* ১
- *প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদে সংহতি সভা* ১
- *সারা ভারত শান্তি ও সংহিত সংস্থা (AIPSO)-র সাফল্যমন্ডিত* ২
- *১৩ই আগস্ট কলকাতায় ঐক্য-সম্প্রীতি পদযাত্রা ও নাগরিক সভা* ৩
- *ভিয়েতনামের পুনঃ একীকরণের ৫০ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা* ৪
- *১৯মে, ২০২৪ ভিয়তনামের মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতা হো চি মিনের ১৩৫তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান* ৪
- *এ আই পি এস ও-র আহ্বানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন* ৪
- *১ সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী সভা* ৪
- *সারা রাজ্যে শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস পালন* ৫
- *চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন* ৫
- *সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পক্ষ থেকে আর জি কর কান্ডের নিন্দা* ৬
- *এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় কমিটির সভা থেকে আর জি কর কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবি* ৬
- *১৬-১৭ আগস্ট দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটির সভা* ৬
- *বীরভূমে পালিত "নাগাসাকি দিবস"* ৬
- *প্রসঙ্গ ঃ ন্যাটো* ৭
- *২৬শে জুলাই কিউবার প্রতি সংহতি জ্ঞাপনে মনকাডা দিবস পালিত* ৭
- *শোক সংবাদ* ৮
- *১৮ই জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিবস পালন* ৮

আমাদের কথা

যে কোন সংগঠন পরিচালনায় মুখপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখপত্র অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় সংগঠন 'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'-র মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা' বুলেটিন প্রকাশ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রকাশনা অনিয়মিত। কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত সংগঠনের চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল বুলেটিনের ত্রৈমাসিক প্রকাশনার কথা। কিন্তু এবিষয়ে দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই ত্রুটি অমার্জনীয়। পাঠকবর্গের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

এখন থেকে বুলেটিনের নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা আর কালবিলম্ব না করে কার্যকর করতেই হবে। এ দুর্বলতা কাটাতে হবে। সকলের সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এ কাজ করতে আমরা দায়বদ্ধ।

প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদে সংহতি সভা

প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোমবার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন শান্তিকামী নাগরিকেরা। গত ২৪ জুন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এআইপিএসও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে কলেজ স্ট্রিট মোড়ে ইজরায়েলী হানাদারির বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইজরায়েলকে সমর্থনের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব মেনে স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানিয়ে এই নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাস থেকে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের মানুষের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩৮ হাজারের বেশি প্যালেস্তাইনের নাগরিক নিহত হয়েছেন, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী। ধ্বংস হয়ে গেছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ত্রাণশিবির। ভারতের বিজেপি সরকার ইজরায়েলের এই আক্রমণকে সমর্থন করছে, যাতে আদানির বন্দর-কারখানা ইজরায়েলে গড়ে উঠতে পারে। জায়নবাদী ঘৃণার রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মিল দীর্ঘদিনের। সারা বিশ্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এমনকি, গত রবিবার ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের মাটিতেই দেড় লক্ষ মানুষ এই হানাদারির বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন এআইপিএসও'র সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব। শুরুতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। সভায় বক্তব্য রাখেন জয়দেব দাশগুপ্ত, দেবাঞ্জন দে, বিকাশ ঝা, আরশাদ আলি, সৈকত গিরি, অঞ্জন ঘোষ, শ্রাবণী সেনগুপ্ত প্রমুখ। সভায় রবীন দেব বলেন, ২৬১ দিন ধরে এই আক্রমণ চলছে। এআইপিএসও দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল-সমাবেশ সংগঠিত করছে। গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে। কিউবা এবিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করেছে। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO)-র সাফল্যমন্ডিত চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন

গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO)-র চতুর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের নগরের নামকরণ করা হয়েছিল প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে **'প্যালেস্তাইন সংহতি নগর'** ও মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল **'প্রয়াত তরুণ মজুমদার, ওয়াসিম কাপুর ও গীতেশ শর্মা' মঞ্চ** নামে। শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব রবীন দেব।

মঞ্চে নেতৃবৃন্দ

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক অধ্যাপক শমীক বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমাদের শান্তি মিছিলে সিন্ধু চলমান, যুদ্ধ-খোর সভ্যতার শত্রুরা সাবধান। তিনি বলেন, যুদ্ধ হ'ল মানবতার শত্রু। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি রক্ষার প্রশ্নে উদ্যোগী হতে হবে আমাদের সবাইকে।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এআইপিএসও'র অন্যতম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হরচরণ সিং ভাট বলেন, বেশিরভাগ মানুষ শান্তির পক্ষে, কিন্তু কিছু মানুষ বিভিন্ন স্বার্থে এই যুদ্ধ চায়, তাই শান্তির পক্ষে মানুষকে একজোট হতে হবে। মানুষ একজোট হলেই যুদ্ধবাজরা ভয় পায়। তিনি প্যালেস্তাইনের যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেন, ইজরায়েলের এই নারকীয় হামলার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ। প্যালেস্তাইনবাসীর স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষেও বহু দেশ। তবে আমেরিকা সহ কিছু দেশ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে এই যুদ্ধে মদত যোগাচ্ছে। প্যালেস্তাইনে যা হচ্ছে তা শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ গণহত্যা।" এর বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

এদিন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম সর্বভারতীয় নেতা নীলোৎপল বসু। তিনি বলেন, ইজরায়েল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ এবং জায়নবাদ উভয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। ইজরায়েলী ইতিহাসবিদ ইলান পাপ্পের লেখাতেও সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি গণহত্যা করছে ইজরায়েল। মানুষকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভায় এ আই পি এস ও'-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব রবীন দেব বলেন, গাজায় সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরে ভারতের মাটিতে সবার আগে তৎপর হওয়া সংগঠনগুলির অন্যতম হল এ আই পি এস ও। এ আই পি এস ও-র নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনকে আরও শাক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জি প্রমুখ। এদিন সম্মেলন মঞ্চ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন, সামরিক জোট ন্যাটোর অবিলম্বে বিলুপ্তি, স্বাধীন বিদেশ নীতিতেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সহ ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে সম্পাদকীয় খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম রাজ্য সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক অঞ্জন বেরা। খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ২৬জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন।

জবাবী ভাষণে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা বলেন, শান্তি আন্দোলন কেবল যুদ্ধ হলে পথে নামে না। কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ যেখানে যেখানে হস্তক্ষেপ করে, সেখানেই অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই অস্থিরতা ভবিষ্যতে সামরিক সংঘাতের জন্ম দেয়। সামরিক সংঘাত এড়াতে শান্তি আন্দোলনকে হস্তক্ষেপ করতে হবে অস্থিরতা ঠেকাতে। এআইপিএসও'র অন্তর্গত সমস্ত সংগঠনগুলির নিজস্ব লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে এগোতে হবে।

সম্মেলন পরিচলনা করেন রবীন দেব, সমর চক্রবর্তী, তরুণ পাত্র, কাজি কামাল নাসের, শ্রাবনী সেনগুপ্ত ও শ্যামাশ্রী দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। স্টিয়ারিং কমিটিতে ছিলেন অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী, কুণাল বাগচী-সহ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য এবং প্রবীর ব্যানার্জি। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন কুণাল বাগচী। আগামী দিনে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও শান্তি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে নব নির্বাচিত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী-সহ নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

১৩ আগস্ট কলকাতায় ঐক্য-সম্প্রীতি পদযাত্রা ও নাগরিক সভা

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ঠেকাতে বেলেঘাটায় অবস্থানে বসেছিলেন গান্ধীজী। দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট। বর্তমান সময়ে ভারতে যখন বিজেপি-আরএসএস'র আগ্রাসনে চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, সেই সময়ের স্মরণীয় ঘটনাকে মনে রেখে গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক ভূমিকাকে স্মরণ করে বেলেঘাটার সুকান্ত মঞ্চ থেকে গান্ধী ভবন অবধি পদযাত্রা করল সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও)। এদিন সুকান্ত মঞ্চের সামনে গান্ধী মূর্তিতে মালা দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু।

মানবজমিন ও বেহালা বড়িষা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দিরের প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়ারা ও শিক্ষিকা মৌ সান্যাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এরপর শোভাযাত্রা পৌঁছায় গান্ধী ভবনের সামনে। সেখানে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানান অধ্যাপক অশোক নাথ বসু, রবীন দেব, বিনায়ক ভট্টাচার্য, অঞ্জন বেরা, প্রবীর দেব, সমীর পুততুন্ড সহ এআইপিএসও নেতৃবৃন্দ। আজকের দিনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ করেন অঞ্জন বেরা। প্রস্তাব সমর্থন করেন বিনায়ক ভট্টাচার্য। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে দীর্ঘক্ষণ। সভায় হিমঘ্নরাজ ভট্টাচার্য, সৈকত গিরি, বাসুদেব বসু, ঝুমা দাস (প্রাক্তন কাউন্সিলার) প্রমুখ বক্তারা বর্তমান ভারতের প্রেক্ষাপটে এই দিনটি পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এআইপিএসও জানিয়েছে, "সেসময় কলকাতা শহর ও তার চারপাশে ঐ এলাকায় টানা তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সমবেত করার এক মহান মানবতাবাদী প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন গান্ধীজী। তাঁর সেই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে স্মরণে রেখে দেশের সংবিধানের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন।" এই সভায় বক্তারা বলেন, "গান্ধীজীর মতো মানুষেরা কখনোই পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দুদের আবাসস্থল হিসেবে ভাবেননি। তাঁদের স্বপ্ন ছিল, হিন্দু, মুসলমান সহ সব ধর্মের ও সব বর্ণের মানুষের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হবে ভারতবর্ষ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কোনও ভূমিকা না থাকলেও, বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার এই বিভাজনকামী শক্তিগুলির হাতেই রয়েছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। পরাজয়ের হতাশা থেকে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়েছিল। সংবিধানের মৌলিক চরিত্রগুলি বদলানোর সুযোগের সন্ধানে রয়েছে এই অপশক্তিগুলি।" বিভিন্ন বক্তারা বলেন, হিন্দুত্ববাদীরা কর্পোরেট লুট ও বিভাজনের বিষ ছড়িয়ে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেশবাসী রায় দিলেও বিপদ কাটেনি। তাই বিভাজনের আত্মঘাতী রাজনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জিত হয়েছে। তাকে রক্ষা করতেই হবে।

এদিন কিশোর বাহিনীর নারকেলডাঙা সুকান্ত শাখা ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির কচিকাঁচারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কাজী কামাল নাসের নিজের লেখা গান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নীপা বসু গান করেন ও মধুমিতা আইচ আবৃত্তি করেন। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এদিনের 'ঐক্য ও সম্প্রতি পদযাত্রা ও নাগরিক সভা' এই অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকেরা অংশ নিয়েছিলেন, বিশেষ করে শিশু ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের অংশগ্রহনের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩০ জানুয়ারী'২৪ সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা দিবস উপলক্ষে সভা সংগঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। সভায় নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও শান্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভিয়েতনামের পুনঃ-একীকরণের ৫০বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একদিকে বাড়ছে অর্থনৈতিক সঙ্কট, ক্ষুধা, বেকারত্ব। আবার অন্যদিকে তীব্রতর হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ নীতি। পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার মদতপুষ্ট ইজরায়েলের জায়নবাদী সরকারের হাতে আক্রান্ত নিরীহ প্যালেস্তাইনবাসী। ভিয়েতনামের পুনঃ-একীকরণের ৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন আজকের নয়া উদারবাদ পর্বে বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। এই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক বিজয়ের ঘটনাবলীর তাৎপর্য আজকের প্রজন্মের কাছে এ আই পি এস ও তুলে ধরতে চায়। মঙ্গলবার সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সূর্য সেন স্ট্রিটে রাজেন্দ্র ভবন সভাঘরে ভিয়েতনামের পুনঃ-একীকরণের ৫০ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এআইপিএসও রাজ্য কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব এবং রাজ্য কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভানুদেব দত্ত মূল বক্তা ছিলেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক (কো-অর্ডিনেটর) অঞ্জন বেরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সমর চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক তরুণ পাত্র। আলোচনাচক্রের শুরুতে ডা. অভিতাভ ভট্টাচার্য তাঁর লেখা 'ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-সেদিন: একাল' বইটি প্রকাশ করেন। ভানুদেব দত্ত তাঁর ভাষণে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। রবীন দেব ভিয়েতনাম সফরের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, গত বছর তিনি 'ভিয়েতনাম ইউনিয়ন অব ফ্রেন্ডশিপ অর্গানাইজেশন'-এর আমন্ত্রণে সেদেশে গিয়েছিলেন প্যারিস চুক্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। ২০০৭ সালে ভিয়েতনামের কিংবদন্তি নেত্রী মাদাম বিনের কলকাতা সফরের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। রবীন দেব বলেন, ৩০ এপ্রিল শুধু একটি তারিখ নয়, তা এক ঐতিহাসিক উত্তরণকে সূচিত করে। ভিয়েতনামের মানুষ শুধু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেনি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সেদেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী গড়ে তুলতে অসামান্য সাফল্যও তাঁরা অর্জন করেছেন। ভিয়েতনাম আজও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা।

১৯ মে, ২০২৪ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতা হো চি মিনের ১৩৫তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান

গত ১৯ মে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতা কমরেড হো চি মিনের ১৩৫তম জন্মদিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কলকাতা ও বাংলার সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ও শান্তি আন্দোলনের কর্মীরা। এদিন সকালেই কলকাতায় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে হো চি মিন পার্কে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব, কুসুম জৈন, সমর চক্রবর্তী, অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বিনায়ক ভট্টাচার্য, কুনাল বাগচী, অরিন্দম মুখার্জি, দীপঙ্কর মজুমদার, মৃণাল দাস, মহ নৌশাদ, বাসুদেব বসু, অর্জুন রায় প্রমুখ নেতৃত্ব হো চিন মিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এই অনুষ্ঠানে। হো চি মিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন রবীন দেব। তিনি বলেন, ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানানোর গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে কলকাতা শহরের। ২০০৭ সালে এই রাজ্যে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন উৎসব শুরু হয়। হো চি মিন যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ভিয়েতনামের প্রতি সংহতি আন্দোলনের শহীদ ধীররঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভিয়েতনামের রাজধানীতে এক মিউজিয়ামে কলকাতার বিখ্যাত পোস্টার 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম' সংরক্ষিত আছে। জীবন সায়াহ্নে হো চি মিন দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়েছিলেন যে, দুই ভিয়েতনাম পুনরায় সংযুক্ত হবেই। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল তা বাস্তবে সফল হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দুই ভিয়েতনামের একীকরণ হয়।

এ আই পি এস ও-র আহ্বানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সহযোগিতায় গড়িয়া শীতলা মন্দির মোড়ে গান্ধী মূর্তির পাশে মহাত্মা গান্ধীর ১৫৬ তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হল 'মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন-ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও মুক্ত প্যালেস্তাইন' এই ভাবনায়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি কুণাল বাগচী, জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক অরিন্দম মুখার্জী, ডঃ নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক অমিত দে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য সমর চক্রবর্তী। সভায় গান ও কবিতা পরিবেশিত হয়। একইসাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য এবং স্থানীয় সদস্যগণ সহ অনেক সাধারণ মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১ সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী সভা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী সংগঠনগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা মিলিতভাবে কলকাতা লিন্ডসে স্ট্রীট থেকে মার্কিন প্রচার দপ্তর পর্যন্ত মিছিল ও সংক্ষিপ্ত প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা মিউজিয়ামের সামনে পুলিশ মিছিলের গতি রুদ্ধ করে। ঐখানে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ, প.ব.রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু, এ আই পি এস ও-র পক্ষে রবীন দেব, বি ই এফ আই-র পক্ষে জয়দেব দাশগুপ্ত, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, ১২ জুলাই কমিটির পক্ষে সুমিত ভট্টাচার্য, এ আই সি সি টি ইউ-পক্ষে বাসুদেব বসু, এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে আশিস চৌধুরী প্রমুখ।

এ আই পি এস ও-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কুনাল বাগচী, অশোক গুহ, আরশাদ আলি, প্রদীপ মুখার্জী, তাপস চ্যাটার্জী, মহঃ নৌশাদ, প্রদীপ গুপ্ত, আবদুর রউফ প্রমুখ।

সারা রাজ্যে শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবস পালন

গত ২৩ মার্চ' ২০২৪ বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর আত্মবলিদান দিবসে শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধা জানালো এআইপিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। ২৩শে মার্চ কলকাতার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে এই সভা হয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই সভায় গানে, কবিতায় ও আলোচনা সভার মাধ্যমে তিন বিপ্লবীর আত্মত্যাগ দিবসকে স্মরণ করা হয়। মূল বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্বদ্যিলায়ের প্রাক্তন উপাচার্য অশোকনাথ বসু।এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য সিদ্ধার্থ দত্ত, কুমার রানা, এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, সৈকত গিরি, শুভদীপ সরকার প্রমুখ।

সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। গান করেন অধীনদাস বাউল। সভার প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ভাষণ দেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা ও বিনায়ক ভট্টাচার্য।

সভায় বক্তারা ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে সরব হন। বর্তমানে ভগৎ সিংয়ের উত্তরাধিকার দাবি করছে আরএসএস-বিজেপি। কিন্তু আজীবন ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অনুসারি ছিলেন ভগৎ সিং। ফাঁসির আদেশ হওয়ার পরেও জেলের ভিতরে রাজনৈতিক দর্শনের অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। বিপ্লবী ভগৎ সিং সেই সময়ে দেশের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য কর্তব্যপ্রণালী রচনার পাশাপাশি 'কেন আমি নাস্তিক' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এইদিন জেলায় জেলায় স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়।

বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় এআইপিএসও'র ডাকে শহীদ ভগৎ সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রতীপ মুখার্জি, রামপ্রসাদ বিশ্বাস, ভাস্কর সিনহা, অনাদি মাহাতো, ফারহান খান, অভিষেক বিশ্বাস প্রমুখ।

দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়িতে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার উদ্যোগে প. ব. গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও জনবাদী লেখক সংঘের এই মনোজ্ঞ সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও বক্তব্য পেশ করেন ডঃ শেষাদ্রী বসু, দিলীপ সিং ও ডঃ ওমপ্রকাশ পান্ডে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার পক্ষে ফজলুর রহমান।

'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা' (AIPSO) হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ৯৪তম আত্মবলিদান দিবসে রিষড়া মোড়পুকুর রেলপার্ক সাধারন পাঠাগারে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আলোচনা সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক-কো অর্ডিনেটর, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যতম নেতৃত্ব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়।

এদিন এ আই পি এস ও আরামবাগ মহকুমা কমিটির উদ্যোগেও অনুরূপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সংগঠনের সোনারপুর উত্তর বিধানসভা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কোঅর্ডিনেটর অরিন্দম মুখার্জী, অন্যতম জেলা সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, ডঃ নুরুল ইসলাম, ছাত্রনেতা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী ও সায়ক ঘোষ, মধুমিতা ব্যানার্জী, গণযাদুকর দীপক রায়চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অসীম চ্যাটার্জী।

এছাড়াও নদীয়া জেলার পায়রাডাঙ্গা মোড়ে এবং বীরভূম জেলায় সিউড়িতেও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সারা রাজ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সর্বত্র শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়।

২৯ নভেম্বর ২০২৪, বিকেল ৪টায়

আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি সভা

কলেজস্ট্রিট মোড় (মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের সামনে)

জেলাস্তরে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস পালন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO)-র সদস্যপদ গ্রহণ করুন

বার্ষিক সদস্যপদ—৫০.০০ ● আজীবন সদস্য পদ—৫০০.০০

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO)-র বুলেটিন পড়ুন ও পড়ান।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পক্ষ থেকে আর জি কর কান্ডের নিন্দা

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এআইপিএসও) সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটি ও জেনারেল কাউন্সিল সভা থেকে আর জি কর হাসপাতালে নৃশংসভাবে মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হল।

৯ই আগস্ট কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে নৃশংসভাবে খুন হন মহিলা চিকিৎসক তিলোত্তমা। এর প্রতিবাদে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাত জাগো কর্মসূচী পালিত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শিক্ষক, বুদ্ধিজীবিদের ডাকা মিছিলে এ আই পি এস ও-র নেতৃস্থানীয় কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্যামবাজার মেট্রোর সামনে অবস্থান কর্মসূচীতে এ আই পি এস ও অংশগ্রহণ করে। দ্রোহের উৎসব, ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে রাণী রাসমণি রোডে, জনগণের চর্জশিট সহ বিভিন্ন মিছিল ও অবস্থানে এ আই পি এস ও অংশগ্রহণ করে।

AIPSO Demands Justice for the Rape and Murder of a Female PG Trainee Doctor in Kolkata

The AIPSO General Council meeting (New Delhi, 17-18 August 2024) strongly condemns the rape and murder of a female PG trainee doctor in a seminar hall within R.G. Kar Medical College and Hospital, Kolkata. This well-known medical institution is run by the Government of West Bengal. The brutal murder of this young doctor, especially while she was on duty, is undoubtedly one of the most shocking and rarest of incidents.

The AIPSO meeting expresses deep concern over the State Government's lackadaisical response and the police's brutal crackdown on common protesters. The Calcutta High Court has already criticized the inefficiency of the Kolkata Police and transferred the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI).

In light of the irresponsible and partisan role of her government, the West Bengal Chief Minister has no moral authority to lecture on the security of women.

The General Council demands that the CBI conclude its investigation into the rape and murder of the female PG trainee doctor as quickly as possible and ensure that the culprits receive exemplary punishment.

We join in the call for justice for the victim.

১৬-১৭ আগস্ট দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটির সভা

এআইপিএসও'র এই সভা অনুষ্ঠিত হলো ১৬ এবং ১৭ আগস্ট '২৪ দিল্লির হরকিষেন সিং সুরজিৎ ভবনে। সারা ভারত থেকে ১৫টি রাজ্যর ৭৬ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় রিপোর্ট পেশ করেন এআইপিএসও-র সর্বভারতীয় নেতা পল্লব সেনগুপ্ত। বিশ্ব রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সম্পাদকদ্বয় হরচরণ সিং ভাট এবং অরুণ কুমার। সভায় প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন অঞ্জন বেরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বক্তব্য রাখেন অশোক গুহ এবং কুণাল বাগচী। বক্তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হামলা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শান্তি সংহতি আন্দোলনকে আরও জোরদার করার কথা বলেন।

সভার দ্বিতীয় দিনে ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল (ডব্লিউপিসি) 'এর ৭৫ বছর উপলক্ষে এআইপিএসও'র প্রথম তিনজন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা এবং যাদব রেড্ডিকে রমেশচন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কার গ্রহণ করে তারা বলেন, সোভিয়েত পতনের পরে এক কঠিন পরিস্থিতিতে এআইপিএসও'র নেতৃত্বে ভারতবর্ষে শান্তি সংহতি আন্দোলনকে নতুন করে সংহত করতে হয়েছিল। বর্তমানে সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন চালাতে হবে। মোদী সরকার যেভাবে ভারতের বৈদেশিক নীতির ঐতিহ্য ভেঙে ইজরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে তা ভয়ঙ্কর। হায়দরাবাদে তৈরি হওয়া ড্রোন, অস্ত্র যাচ্ছে ইজরায়েলে, প্যালেস্তাইনের নারী-শিশু হত্যার জন্য। দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আগামীদিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নেলসন ম্যান্ডেলা, হো চি মিন, মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই সভায় সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন অঞ্জন বেরা, কুণাল বাগচী, অশোক গুহ, উৎপল দত্ত, বিনায়ক ভট্টাচার্য, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, অরিন্দম মুখার্জী।

বীরভূমে পালিত "নাগাসাকি দিবস"

প্রতিবারের মতো এবারও ৯ আগষ্ট বীরভূমের সদর সিউড়িতে সুন্দর পৃথিবীর জন্য পালিত হয় "নাগাসাকি দিবস"। সারাভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, আওয়াজ, সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও প. ব. বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে ৯ আগষ্ট বর্ষণ উপেক্ষা করে পথ সভায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আশিস গঁড়াই, বিকাশ রায় প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পথসভার শেষে একটি মিছিল সিউড়ি শহরের বাসস্ট্যান্ড পরিক্রমা করে।

প্রসঙ্গ ঃ ন্যাটো

আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ১১টি পশ্চিমী দেশ মিলে ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকে ন্যাটোর সম্প্রসারণবাদী নীতি অব্যাহত। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হবার সময় ন্যাটোর সদস্য ছিল ১৬টি দেশ। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ারশ চুক্তিও ১৯৯১ সালে বিলুপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাটো কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি। উল্টে ন্যাটোয় এখন মোট ৩১টি দেশকে যুক্ত করা হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের দু'পার ছাড়িয়ে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা পর্যন্ত। ন্যাটোকে এখন সক্রিয় করা হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। যেসব যুদ্ধের জন্য এই জোট দায়ী, সেখানেই ন্যাটোর যুদ্ধবাজ মানসিকতা স্পষ্ট। যেমন যুগোস্লাভিয়া আফগানিস্তান ইরাক লিবিয়া সিরিয়া বা বর্তমানে ইউক্রেনকে দিয়ে এই শক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পিছন থেকে লড়ে যাচ্ছে। ন্যাটোই এখন অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রধান পান্ডা। ধারাবাহিকভাবে তারা রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করে থাকে। বিশ্বে উত্তেজনা ও সংঘাত বৃদ্ধির জন্য ন্যাটো লাগাতার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। 'ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল'-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা' ন্যাটোর যুদ্ধবাজ নীতির তীব্র বিরোধিতা করছে। অবিলম্বে সামরিক জোট বিলুপ্ত করা হোক - বিশ্বের শান্তি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যই তা একান্ত আবশ্যিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাটোর শীর্ষ বৈঠক গত ১১-১২ জুলাই, ২০২৩ লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াস শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাকে সামনে রেখে 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' (ডব্লিউ পি সি) অনুমোদিত সংস্থা এ আই পি এস ও নতুন দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে। ইতিমধ্যেই চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দরাবাদ শহরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ জি-২০

ভারত এখন জি-২০ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সভাপতি। যে ভারত এক সময় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মতো শতাধিক দেশের যৌথ মঞ্চের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে, সেই দেশের জি-২০-র সভাপতিত্ব নিয়ে যে এমন আদিখ্যেতা মানায় না, সেকথা কে বোঝাবে বর্তমান বিজেপি সরকারকে। প্রোপাগান্ডার ধুম্রজাল উড়িয়ে বিজেপি সরকার এমন ভাব করছে যেন প্রধানমন্ত্রীর এটা ব্যক্তিগত সাফল্য। ভারতের এত প্রাপ্তিযোগ যেন ইতিহাসে কখনও হয়নি।

জি-২০ ঠিক কী? কারা আছে তাতে? কী তার কাজ?

জি-২০ বলতে বোঝায় 'গ্রুপ অফ টুয়েন্টি'। এমন এক গ্রুপ বা গোষ্ঠী যার সদস্য সংখ্যা ২০। জি-২০ রাষ্ট্রজোটের পত্তন হয় ১৯৯৯ সালে। জি-২০ যেহেতু আন্তঃরাষ্ট্রীয় যৌথমঞ্চ তাই ২০টি দেশের সরকার সেখানে নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বে জি-২০-র সদস্য ১৯টি রাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন। সম্প্রতি কিছু দেশকে অতিথি হিসেবে জি-২০ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশ, স্পেন, মিশর ইত্যাদি।

সংখ্যায় মাত্র ২০টি দেশ হলেও এই দেশগুলি একত্রে বিশ্বের জিডিপির প্রায় ৮৫% বিশ্ব বানিজ্যের ৭৫% নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশও বাস করে এই কুড়িটি দেশে। ফলে ধারে ভারে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় মঞ্চের গুরুত্ব রয়েছে।

সভাপতি কীভাবে হয়?

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়া বাকি ১৯টি দেশকে পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। যেমন এক নম্বর গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। দু নম্বর গ্রুপে ভারত, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক। তিন নম্বর গ্রুপে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো। চার নম্বর গ্রুপে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন। পাঁচ নম্বর গ্রুপে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া। একটি গ্রুপের মধ্যে থাকা সমস্ত দেশ তাদের গ্রুপের মধ্যে পালা করে জি-২০-র সভাপতি পদে দায়িত্ব নেয়। তারপর সভাপতি হয় অন্য গ্রুপের দেশ। এখন ভারত, ইন্দোনেশিয়া (পূর্ববর্তী) এবং ব্রাজিল (পরবর্তী)। একে বলে, 'প্রেসিডেন্সি ট্রোইকা'। প্রতি বছর, এক একটি ভিন্ন দেশ ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০১০ সাল থেকে এই ব্যবস্থাই চালু রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া তখন জি-২০-র সভাপতি ছিল।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রসংঘসহ নানা আন্তর্জাতিক মঞ্চে মানবাধিকার প্রশ্নে ভারতের সমালোচনা বেড়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক আর্থিক বানিজ্যিক সাফল্যের অন্যতম শর্ত। সেক্ষেত্রেও মোদী সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। 'সার্ক'-এর মতো আঞ্চলিক মঞ্চগুলি এই আমলে গুরুত্ব পাচ্ছে না। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চও উপেক্ষিত হচ্ছে মোদী সরকারের কাছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের দরকষাকষির ক্ষমতা গত এক দশকে বেড়েছে এমন কথা বিশ্বাস করানো শক্ত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিক হওয়াই সর্বোচ্চ উচ্চাকাঙ্ক্ষা হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারতের মতো দেশের গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে। কিন্তু মোদী সরকারকে সেটা কে বোঝাবে!

(বিভিন্নসূত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করে নোটটি প্রস্তুত করা হয়েছে।)

২৬শে জুলাই কিউবার প্রতি সংহতি জ্ঞাপনে মনকাডা দিবস পালিত

গত ২৬ জুলাই সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও) 'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনের হলে ঐতিহাসিক 'মনকাডা দিবস' পালিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক তরুণ পাত্র। আলোচনার বিষয় ছিল 'বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ভারত'। মনকাডা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেন এআইপিএসও রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জাদ মাহমুদ ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ধ্রুবশেখর মন্ডল। মনকাডা দুর্গ ছিল বিপ্লবের আগে কিউবার সামরিক বাহিনীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা মনকাডা দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটাতে। সেবার সফল না হলেও বছর পাঁচেক পরে সফল হয়েছিলেন তাঁরা। কিউবায় এই কারণে ১৯৫৯ সালের ২৬ জুলাই জাতীয় বিপ্লব দিবস পালন করা হয়। আর দুনিয়ার নানা দেশের ন্যায় প্রতিবছর কলকাতাতেও কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে এই মনকাডা দিবস দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

শোক সংবাদ

সীতারাম ইয়েচুরির জীবনাবসান

ভারতের রাজনীতির জগতের ইন্দ্রপতন। মাত্র ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হল সীতারাম ইয়েচুরির। গত ১২ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর AIIMS হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ই আগষ্ট তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন দেশের বামপন্থী আন্দোলনের অবিসংবাদী শীর্ষ নেতা এবং অসাধারণ মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। ২০১৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী। বিভিন্ন লেখা-বক্তৃতা-আলোচনাসভায় তার প্রমাণ মেলে। শান্তি আন্দোলনের তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। নব্বই এর দশকে বিশ্ব শান্তি আন্দোলনকে নতুনভাবে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (AIPSO) অন্যতম সম্পাদকের ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি। পরবর্তীতে শান্তি আন্দোলনের অন্যতম অভিভাবক ছিলেন। জীবনের শেষ বক্তৃতাও তিনি করেছেন গত ১৭ই আগষ্ট AIPSO জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে নয়াদিল্লীতে যেখানে তাকে সম্বর্ধিত করা হয়। কমরেড ইয়েচুরির মৃত্যু জাতীয় রাজনীতিতে এক গভীর শূন্যতার দৃষ্টি করেছে। AIPSO হারালো এক প্রিয়জনকে।

আমরা তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিপিআইএমের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৮ আগস্ট ২০২৪ প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। প্রথমে ছাত্র রাজনীতি পরে যুব আন্দোলনে তিনি অংশ নেন এবং নেতৃত্বে উঠে আসেন। এই রাজ্যে ডি ওয়াই এফ আই-এর প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। গত শতাব্দীর ৬-এর দশকে যুব ছাত্র ও গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৭ সালে কাশিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন। ওই বছরেই তিনি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরবর্তীকালে তিনি নগর উন্নয়ন দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি এই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ২০০১ ও ২০০৬ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।

তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য বাংলাকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কর্মসংস্থানের জন্য ছোটো-মাঝারি-বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ইস্পাত, রাসায়নিক, তথ্যপ্রযুক্তি ও অটোমোবাইল শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সিঙ্গুরের অটোমোবাইল শিল্প ৮০ শতাংশ কারখানা তৈরি হয়ে গেলেও বিরোধীদের হিংসাত্মক আন্দোলনের ফলে তা সম্ভব হয়নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। তিনি নিজে কবিতা ও নাটক লিখেছেন। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অঙ্গীকার অনুযায়ী জীনাবসানের পর তাঁর চোখ ও দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে এন আরএস হাসপাতালে অ্যানাটমি বিভাগে দান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর চোখ দুটি দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চোখে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আমরা হারালাম কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। আমাদের এ আই পি এস ও-র সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যু রাজ্যের তথা দেশের মানুষের অপূরনীয় ক্ষতি।

এ সময়ে যাঁদের হারিয়েছি

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কুমার সাহানি, গজল সম্রাট পঙ্কজ উধাস, সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী মিল্টু ঘোষ, অধ্যাপক শ্যামাপদ পাল, অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট গবেষক, গ্রন্থকার সংবাদ উপস্থাপক গোলাম মুরশিদ, অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, প্রাক্তন ক্রিকেটার অংশুমান গাইকোয়াড়, সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রবীন আইনজীবী আব্দুল গফুর মজিদ নূরানী (এ জি নূরানী), সঞ্চালক ও অভিনেতা দেবরাজ রায়, বিশিষ্ট নাট্যকার মনোজ মিত্র, গবেষক অধ্যাপক ড. পার্থিব বসু, বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক উইলিয়াম রাদিচ, পথের পাঁচালির উমা দাশগুপ্ত। এদের প্রয়াণে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

১৮ই জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিবস পালন

নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের মতোই নিজদেশে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পরবাসী হয়ে রয়েছেন প্যালেস্তাইনের মানুষজন। নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিনে কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলা উদ্যানে আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার নেতৃবৃন্দ। বর্ণবৈষম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেলার সংগ্রামের প্রতি বাংলার মানুষ যেভাবে সংহতি ও সমর্থন জানিয়েছিল, প্যালেস্তাইনের মুক্তিকামী মানুষের প্রতিও সেই সমর্থন জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, ইজরায়েলী আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানেও মানুষ আগামী দিনে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বৈষম্য ও দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস পালিত হয়েছে সারা দুনিয়ার সঙ্গে কলকাতা ও রাজ্যের অন্যত্র কিছু জেলায়। কলকাতায় জওহরলাল নেহরু রোড ও মেয়ো রোডের সংযোগস্থলে নেলসন ম্যান্ডেলার উদ্যানে এআইপিএসও'র উদ্যোগে ম্যান্ডেলার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ভাষণ দেন এআইপিএসও'র সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব, এআইপিএসও'র পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সম্পাদক অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, বাসুদেব বসু। সভাপতিত্ব করেন সমর চক্রবর্তী। এদিনের সভায় রবীন দেব বলেন, ম্যান্ডেলার নামে উদ্যান হলো, কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন এখনও পর্যন্ত এখানে ম্যান্ডেলার মূর্তি বসালো না। এটা কলকাতার বদনাম, আমরা কর্পোরেশনের কাছে অবিলম্বে মূতি বসানোর দাবি জানাবো। এআইপিএসও নেতৃবৃন্দ আরও জানিয়েছেন, আগামী ২৬ জুলাই মনকাডা দিবসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচী, ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবসে যুদ্ধবিরোধী এবং ১৩ আগস্ট সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কর্মসূচী পালন করা হবে।

এদিকে কোন্নগরে নেলসন ম্যান্ডেলা পার্কেও ম্যান্ডেলার মূর্তি না বসানোর প্রতিবাদে পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবসে কোন্নগর পৌরসভার সামনে এআইপিএসও'র হুগলী জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সভা করা হয়। সভায় সংস্থার জেলা সম্পাদক জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন, বিক্ষোভসভা থেকে একটি প্রতিনিধিদল কোন্নগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশনও দিয়েছে। এদিন সকালে আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস উপলক্ষে এআইপিএসও র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সোদপুর ম্যান্ডেলা পার্কে তাঁর প্রতিকৃতিতে নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

Published by : Dipankar Mazumder and printed by : Zenith, 8584019945, কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই মেলে পাঠান aipsobengal@gmail.com আর নজর দিন ওয়েবসাইটে aipsowb.org. যোগাযোগের জন্য Mobile No. : 983105840

Date of Publication : 20.11.24

বিনিময় দান—৫ টাকা